رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ

হাফিযে মিল্লাত এর শান

- দাদা হুযুরের ভবিষ্যত বাণী
- সময়ের নিয়মানুবর্তীতা
- ভেঙ্গে পড়া ছাদকে আটকে দিলেন
- ওলামায়ে কিরামের দৃষ্টিতে হাফিযে মিল্লাতের মর্যাদা

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الۡمُرۡسَلِيۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ط

হাফিয়ে মিল্লাত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর শান

আত্তারের দোয়া

হে **আল্লাহ পাক**! যে ব্যক্তি এই "**হাফিয়ে মিল্লাত** رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ **এর শান**" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে তোমার নেককার বান্দা হাফিয়ে মিল্লাত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বরকত দান করো এবং তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الۡاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে নিজেদের বৈঠক সমূহকে সমৃদ্ধ করো, কেননা তোমাদের দরূদ পাক পাঠ করা, কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।

(ফিরদাউসুল আখবার, ১/৪২২, হাদীস ৩১৪৯)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পীরে তরীকত, রাহবারে শরীয়াত, কায়িদে কওম ও মিল্লাত, মুকতাদায়ে আহলে সুন্নাত, উস্তাদুল উলামা, হুযুর হাফিযে মিল্লাত হযরত আল্লামা মাওলানা শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দীস মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নাম "**আব্দুল আযীয**"

এবং উপাধী হলো **"হাফিযে মিল্লাত"** আর বংশীয় ধারা হলো আব্দুল আযীয বিন হাফিয গোলাম নূর বিন মাওলানা আব্দুর রহিম رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن ।

সৌভাগ্যময় জন্ম

তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ১৩১২ হিজরি মোতাবেক ১৮৯৪ ইংরেজি ভূজপুর গ্রামে (জেলা মুরাদাবাদ, ইউপি, ভারত) রোজ সোমবার সকালের সময় এই দুনিয়ার আলো বাতাসে শুভাগমন করেন।

দাদা হুযুরের ভবিষ্যত বাণী

তাঁর দাদা মাওলানা আব্দুর রহিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দিল্লীর প্রসিদ্ধ মুহাদ্দীস শাহ আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে সম্পর্ক রেখে তাঁর নাম আব্দুল আযীয রেখেছিলেন, যাতে আমাদের এই সন্তানও আলিমে দ্বীন হয়।

(সাওয়ানেহে হাফিযে মিল্লাত, ১৮ পৃষ্ঠা)

সম্মানিত পিতার ইচ্ছা

আব্বাজান হযরত হাফিয গোলাম নূর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শুরু থেকেই ইচ্ছা ছিলো যে, তিনি একজন আলিমে দ্বীন হিসাবে দ্বীনে মতীনের খেদমত করবে, অতএব ভূজপুরে

যখনই কোন বড় আলিম বা শায়খের আগমন হতো তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর শাহজাদা হুযুর হাফিযে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে তাঁর কাছে নিয়ে যেতেন এবং আরয করতেন: হুযুর! আমার এই সন্তানের জন্য দোয়া করে দিন।

(হায়াতে হাফিযে মিল্লাত, ৫৩ পৃষ্ঠা)

হাফিযে মিল্লাতের পিতামাতা

তাঁর আব্বাজান আহকামে শরীয়াত ও সুন্নাতের অনুসারী, বাআমল হাফিয এবং আশিকে কোরআন ছিলেন। উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে কোরআনে মজীদের তিলাওয়াত মুখে অব্যাহত থাকতো, হিফযে কোরআন এমন শক্তিশালী ছিলো যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"বড় হাফিয সাহেব"** উপাধীতে প্রসিদ্ধ ছিলেন, সন্তানদের বয়স সাত বছর হতেই তাদেরকে নামায রোযার জন্য জোর দিতেন। কেউ সাক্ষাতের জন্য এলে তবে ভালভাবে মেহমানদারী করতেন, যদি মেহমান নিয়মিত নামাযী হতো তবে রাতে রেখে দিতেন অন্যথায় শুধু খাবার খাইয়ে বিদায় করে দিতেন, যখন হজ্ব ও যিয়ারতের সৌভাগ্য নসীব হলো এবং ফিরার পথে টাকা শেষ হয়ে গেলো তখন কারো কাছে হাত পাতেননি বরং পরিশ্রম করে টাকা জোগাড় করেন এবং ৯ মাস পর ফিরে আসেন।

প্রায় ১০০ বছর বয়সে এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া থেকে চিরস্থায়ী আখিরাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। (হায়াতে হাফিযে মিল্লাত, ৫৪ পৃষ্ঠা)

তাঁর আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا নিয়মিত নামায রোযার অনুসরন করতেন। মুসলমানদের মঙ্গলকামনা এবং ঈসারের প্রেরণা ছিলো যে, ঘরে অভাব থাকার পরও প্রতিবেশিদের খুববেশি খেয়াল রাখতেন। প্রায় নিজের খাবার একজন বিধবা প্রতিবেশিনীকে খাইয়ে দিতেন এবং নিজে ক্ষুধার্ত থাকতেন।

(হায়াতে হাফিযে মিল্লাত, ৫৫ পৃষ্ঠা)

প্রাথমিক শিক্ষা ও হিফযে কোরআন

হুযুর হাফিযে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রাথমিক শিক্ষা নাজারা ও হিফযে কোরআন তাঁর আব্বাজান হাফিয গোলাম নূর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে সম্পন্ন করেন। এছাড়াও উর্দূর চার ক্লাস প্রিয় শহর ভূজপুরে পড়েন, আর ফার্সির প্রাথমিক কিতাব ভূজপুর এবং পিপল সানা (জেলা মুরাদাবাদ) থেকে পড়ে পারিবারিক সমস্যার কারণে শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করেন, অতঃপর ভূজপুর গ্রামেই হিফযুল কোরআন মাদরাসায় মুদাররীস ও বড় মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন।

(সাওয়ানেহে হাফিযে মিল্লাত, ২২ পৃষ্ঠা)

হাফিযে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ১৩৩৯ হিজরিতে প্রায় ২৭ বছর বয়সে **"জামেয়া নঈমিয়া"** মুরাদাবাদে ভর্তি হন এবং তিন বছর শিক্ষা অর্জন করেন। কিন্তু এখন ইলমের তীব্র পিপাসা পেয়ে গিয়েছিল, যা নিবারন করার জন্য কোন ইলমের সাগরের সন্ধানে ছিলেন। (সাওয়ানেহে হাফিযে মিল্লাত, ২৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য বয়সের কোন বাধ্যবাধকতা নেই, নিঃসন্দেহে ইলমে দ্বীন অর্জন করা সৌভাগ্যবানদেরই অংশ, যদি সম্ভব হয় তবে দরসে নিজামীতে (আলিম কোর্স) ভর্তি হয়ে একনিষ্ঠ নিয়্যতে ইলমে দ্বীন অর্জন করুন এবং এর অসংখ্য বরকত অর্জন করুন। যদি তা সম্ভব না হয় তবে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা মাদানী কাফেলায় সফর করুন, কেননা এটাও ইলমে দ্বীন অর্জনের এবং অসংখ্য বরকত লাভের মাধ্যম। আসুন! ইলমে দ্বীনের প্রেরণা সৃষ্টির জন্য একটি হাদীসে পাক শুনি এবং ইলমে দ্বীন অর্জনে লিপ্ত হয়ে যাই।

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি ইলমে দ্বীন অর্জন করে এবং তা পেয়েও যায় তবে তার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে আর যে পায়না তার জন্য একটি সাওয়াব রয়েছে। (মিশকাতুল মাসাবিহ, ১/৬৮, হাদীস ২৫৩)

প্রসিদ্ধ মুফসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দ্বিগুণ সাওয়াবের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: একটি ইলম অর্জনের জন্য, দ্বিতীয়টি পাওয়ার জন্য, কেননা এই দু'টিই ইবাদত এবং একটি সাওয়াবের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: হয়তো ইলম অর্জনের সময় মারা গেলো, সমাপ্ত করার সুযোগ পেলো না অথবা তার মস্তিষ্ক কাজ করে না, কিন্তু সে লেগে আছে, তবুও সাওয়াব পাবে।

(মিরাতুল মানাজিহ, ১/২১৮)

সদরুশ শরীয়ার স্নেহ

শাওয়ালুল মুকাররম ১৩৪২ হিজরিতে হাফিযে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর কয়েকজন সহপাঠির সাথে আজমির শরীফ পৌঁছলেন, তাদের মধ্যে ইমামুন নাহু হযরত আল্লামা গোলাম জীলানি মীরাটি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِও ছিলেন। অতএব সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সবাইকে জামেয়া মঈনিয়ায় ভর্তি করিয়ে দিলেন, সমস্ত পাঠ্য কিতাবাদী অন্যান্য মুদাররীসদের মাঝে বন্টন হয়ে গিয়েছিলো কিন্তু হযরত সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দয়া করে নিজের ব্যস্ততা থেকে অবসর হয়ে তাহযীব ও উসুলে শাশীর দরস দিতেন। ইলমে মানতিকের কিতাব **"হামদুল্লাহ"** পর্যন্ত শিক্ষার্জন করার পর হাফিযে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আর্থিক সমস্যা ও ব্যক্তিগত ব্যস্ততার কারণে শিক্ষার্জন অব্যাহত না রাখার

ইচ্ছা করলেন এবং দাওরায়ে হাদীস শরীফ পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন হযরত সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ স্নেহ সহকারে বললেন: আকাশ মাটি হতে পারে, পাহাড় তার স্থান থেকে সরে যেতে পারে কিন্তু আপনার একটি কিতাবও রয়ে যাবে তা হতে পারে না। অতএব তিনি তাঁর ইচ্ছাকে মুলতবি করলেন এবং পুরোপুরি একাগ্রতার সহিত সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে থেকে ইলমের ধাপগুলো অতিক্রম করতে লাগলেন, অবশেষে সম্মানিত ওস্তাদ সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ফয়েযের দৃষ্টিতে ১৩৫১ হিজরি, ১৯৩২ ইংরেজিতে দারুল উলুম মনযরে ইসলামী বেরেলী শরীফ থেকে দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করলেন এবং দস্তারবন্দি হলেন। (হাফিযে মিল্লাত, ২৩২ পৃষ্ঠা)

মুবারকপুরে আগমন

তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ২৯ই শাওয়ালুল মুকাররম ১৩৫২ হিজরি মোতাবেক ১৪ জানুয়ায়ী ১৯৩৪ ইংরেজিতে মুবারকপুর আসলেন এবং মাদরাসায়ে আশরাফিয়া মিসবাহুল উলুমে (পুরোনো মহল্লা বস্তিতে অবস্থিত) শিক্ষকতার খেদমতে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। তখনও কয়েক মাস হয়েছিলো, তাঁর পাঠদানের পদ্ধতি এবং ইলম ও আমলের ব্যাপক চর্চা

হতে লাগলো আর ইলম পিপাসুদের একটি স্রোত এসে গেলো, যার কারণে মাদরাসায় স্থান সংকুলান হচ্ছিলো না এবং একটি বড় ক্লাসরুমের প্রয়োজন দেখা দিলো। অতএব তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের প্রচেষ্টায় ১৩৫৩ হিজরিতে ইসলামী দুনিয়ার একটি মহান শিক্ষা কেন্দ্রের (দারুল উলূম) নির্মাণ কাজ গোলা বাজারে শুরু করে দিলেন, যার নাম সুলতানুত তারেকিন হযরত মাখদুম সৈয়্যদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নামানুসারে "দারুল উলূম আশরাফিয়া মিসবাহুল উলুম" রাখা হলো। (সাওয়ানেহে হাফিযে মিল্লাত, ৩৯-৪০ পৃষ্ঠা)

হুযুর হাফিযে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শাওয়াল ১৩৬১ হিজরিতে কিছু সমস্যার কারণে ইস্তিফা (পদত্যাগ) দিয়ে জামেয়া আরাবিয়া নাগপুরে চলে গেলেন, যেহেতু তিনি আর্থিক জোগান এবং শিক্ষাদানের ব্যাপারে খুবই অভিজ্ঞ ছিলেন, সেহেতু তিনি দারুল উলুম আশরাফীয়া থেকে চলে যাওয়ার পর সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা ও আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেলো, তখন হযরত সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বিশেষ আদেশে ১৩৬২ হিজরিতে নাগপুর থেকে ইস্তিফা দিয়ে আবারো মুবারকপুর চলে আসেন এবং আমৃত্যু দারুল উলুম আশরাফীয়া মুবারকপুরের সাথে সম্পৃক্ত থেকে পাঠদান ও দ্বীনি খেদমত করতে থাকেন। হাফিযে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

এর প্রচেষ্টায় মুফতী আযম হিন্দ, শাহজাদায়ে আলা হযরত মুফতী মুহাম্মদ মুস্তফা রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুবারক হাতে ১৩৯২ হিজরি, ১৯৭২ ইংরেজিতে মুবারকপুরের বিরাট আকারে জায়েমাতুল আশরাফীয়া (আরবী ইউনিভার্সিটি) এর ভিত্তি স্থাপন করা হয়। (হায়াতে হাফিযে মিল্লাত, ৬৫০-৭০০ পৃষ্ঠা)

শিক্ষকের আদব

হাফিযে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হুযুর সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে সর্বদা দু'যানু হয়ে বসতেন, যদি সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রয়োজনে ঘর থেকে বাইরে তাশরীফ নিয়ে যেতেন তখন শিক্ষার্থীরা দাঁড়িয়ে যেতো এবং তাঁর যাওয়ার পর বসতো আর যখন ফিরে আসতেন তখন আদব সহকারে দাঁড়িয়ে যেতো কিন্তু হাফিযে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই পুরো সময়ে দাঁড়িয়েই থাকতেন এবং হযরত সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পাঠদানের আসনে বসার পরই বসতেন।

(হায়াতে হাফিযে মিল্লাত, ৭০ পৃষ্ঠা)

কিতাবের আদব

তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বাসস্থানে হোক বা প্রতিষ্ঠানে, কখনোই কোন কিতাব শুয়ে বা হেলান দিয়ে পড়তেন না, পড়াতেনও না বরং বালিশ বা ডেস্কের উপর রেখে নিতেন,

বাসস্থান থেকে মাদরাসা বা মাদরাসা থেকে বাসস্থানে কিতাব নিয়ে যেতে হলে তবে ডান হাতে নিয়ে বুকের সাথে লাগিয়ে নিতেন, যদি কোন শিক্ষার্থীকে দেখতেন যে, কিতাব হাতে ঝুলিয়ে হাঁটছে তবে বলতেন: কিতাব যখন বুকের সাথে লাগিয়ে রাখা হবে তখন বুকে অবতীর্ণ হয়ে যাবে আর যখন কিতাবকে বুক থেকে দূরে রাখা হবে তখন কিতাবও বুক থেকে দূর হয়ে যাবে। (হায়াতে হাফিযে মিল্লাত, ৬৬ পৃষ্ঠা)

কোরআনে পাকের আদব

একবার ছুটির পর কয়েকজন শিক্ষার্থী দারুল উলুম আহলে সুন্নাত আশরাফীয়ার সিড়ির পাশে হুযুর হাফিযে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর যিয়ারত ও সাক্ষাতের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলো, তিনি আগমন করলে সকল শিক্ষার্থীরা আদবের কারণে তাঁর পেছনে পেছনে হাঁটছিলো। হঠাৎ তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একজন শিক্ষার্থীকে বললেন: আপনি সামনে হাটুন। একথা শুনে সেই শিক্ষার্থী ইতঃস্তত করলে তখন বললেন: আপনার কাছে কোরআন শরীফ রয়েছে, তাই সামনে হাঁটার জন্য বলছি। (হায়াতে হাফিযে মিল্লাত, ৬৬ পৃষ্ঠা)

মাহফুয সদা রাখনা শাহা বেআদবোঁ সে
অউর মুঝ সে ভি সরযদ না কভী বে আদবী হো

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

ছাত্রদের প্রতি স্নেহ

হুযুর হাফিযে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইলমেদ্বীন শিক্ষার্থীদের অত্যধিক ভালবাসতেন, শিক্ষার্থীকে কোন ভূলের কারণে মাদরাসা থেকে বের করে দেয়াকে খুবই অপছন্দ করতেন এবং বলতেন: মাদরাসা থেকে শিক্ষার্থীদের বহিস্কার করা পুরোপুরি এমনই, যেমন কোন পিতা তার কোন সন্তানকে আলাদা করে দেয়া বা শরীরের কোন রোগাক্রান্ত অঙ্গকে কেটে পৃথক করে দেয়া। তিনি আরো বলেন: পরিচালনা ব্যবস্থার উন্নতির দৃষ্টিকোণ থেকে যদিও এটা শরয়ীভাবে মুবাহ, কিন্তু আমি এটাকেও জায়িয মুবাহের মধ্যে একেবারে অপছন্দনীয় বলে মনে করি। (হায়াতে হাফিযে মিল্লাত, ১৮১ পৃষ্ঠা)

সময়ের নিয়মানুবর্তীতা

হুযুর হাফিযে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুবই সময়ের নিয়মানুবর্তীতা রক্ষাকারী এবং গুরুত্ব অনুধাবনকারী ছিলেন, প্রতিটি কাজ নির্দিষ্ট সময়েই করতেন, যেমন; মহল্লার মসজিদে নির্দিষ্ট সময়ে জামাআত সহকারে নামায আদায় করতেন, পাঠদানে সময়ে নিজের দায়িত্বকে সুন্দর ও সুচারূভাবে পালন করতেন, ছুটির পর বাসস্থানে ফিরে যেতেন এবং খাবার খেয়ে অবশ্যই কিছুক্ষণ কায়লুলা (অর্থাৎ দুপুরে

কিছুক্ষণ আরাম করা) করতেন, কায়লুলার সময় সর্বদা একই থাকতো, একবেলার মাদরাসা হোক বা দুই বেলার, যোহরের নির্দিষ্ট সময়ে সর্বাবস্থায় উঠে যেতেন এবং জামাআত সহকারে নামায আদায় করার পর যদি দ্বিতীয় বেলার মাদরাসা থাকতো তবে মাদরাসায় চলে যেতেন অন্যথায় কিতাব অধ্যয়ন করতেন কিংবা কোন কিতাব থেকে দরস দিতেন অথবা চাহিদা সম্পন্নদের তাবিয প্রদান করতেন, শুরুর দিকে আসরের নামাযের পর ঘুরাঘুরি করার জন্য বসতীর বাইরে চলে যেতেন কিন্তু তখনও শিক্ষার্থীরা তাঁর সাথে থাকতো যারা জ্ঞানের প্রশ্নাবলী করতো এবং সন্তুষ্টিমূলক উত্তর পেতো। যদি কোন রোগীকে দেখতে যেতে হতো তবে প্রায় আসরের পরেই যেতেন, কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় প্রায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে কবরে ফাতিহা এবং ইছালে সাওয়াব করতেন। মাগরিবের নামাযের পর খাবার খেয়ে নিতেন অতঃপর নিজের উঠানে পায়চারি করতেন, ইশার নামাযের পর কিতাব অধ্যয়ন করতেন এবং পাশাপাশি আবাসিক শিক্ষার্থীদের দেখাশুনাও করতেন যে, তারা লেখাপড়ায় ব্যস্ত কি না। সাধারনত এগারোটার দিকে ঘুমিয়ে পড়তেন এবং তাহাজ্জুদের জন্য রাতের শেষভাগে উঠতেন, তাহাজ্জুদ পড়ার পরও কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়তেন, রাতে যতই দেরী

পর্যন্ত জাগ্রত থাকতে হতো না কেন, কখনোই ফজরের নামায কাযা হতো না। (হায়াতে হাফিযে মিল্লাত, ৭৯-৮০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিৎ, আমরাও যেনো আমাদের সময়ের গুরুত্ব দিই এবং অলসতা কাটিয়ে সারা দিনের কাজের রুটিন বানিয়ে নিই, যাতে সকল কাজ সময়মতো করার অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারি। এপ্রসঙ্গে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: চেষ্টা করুন যে, সকালে উঠার পর থেকে রাতে ঘুমানে পর্যন্ত সকল কাজের সময় নির্ধারিত করে নেয়ার, যেমন; এতটায় তাহাজ্জুদ, জ্ঞান অর্জন, মসজিদে তাকবীরে উলার সহিত জামাআত সহকারে নামায, ইশরাক, চাশত, নাশতা, উপার্জন, দুপুরের খাবার, ঘরোয়া কাজকর্ম, সন্ধ্যার ব্যস্ততা, উত্তম সহচর্য (যদি তা না হয় তবে একা থাকাই উত্তম), ইসলামী ভাইদের সাথে দ্বীনি প্রয়োজনে সাক্ষাত ইত্যাদির সময় নির্ধারন করে নিন, যারা এতে অভ্যস্ত নয় তাদের জন্য হয়তো প্রথম দিকে কষ্ট হবে। কিন্তু যখন অভ্যস্ত হয়ে যাবে তখন এর বরকত নিজে নিজে প্রকাশ হয়ে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সুন্নাতের প্রতি ভালবাসা

হুযুর হাফিযে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সারা জীবন **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র চরিত্রের অনন্য উদাহরন ছিলেন। শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর লিখিত কিতাব **"নেকীর দাওয়াত"** এর ১৭৫ পৃষ্ঠায় বলেন: হাফিযে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের প্রত্যেক আমলে সুন্নাতের প্রতি বিশেষ নজর রাখতেন। একবার হযরতের ডান পায়ে ব্যথা পান, এক ভদ্রলোক ঔষধ নিয়ে আসেন এবং বললেন: জনাব! ঔষধ এনেছি। শীতকাল ছিলো, হযরত মৌজা পরা অবস্থায় ছিলেন, তিনি প্রথমে বাম পায়ের মৌজা খুললেন, ভদ্রলোকটি বললেন: হুযুর! ব্যথা তো ডান পায়ে! তিনি বললেন: বাম পা আগে খোলা সুন্নাত।

আরো একটি ঘটনা উদ্ধৃত করে বলেন: হুযুর হাফিযে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বয়স সত্তর বছর পার হয়ে গিয়েছিলো, ট্রেনে সফর করছিলেন, যেই বগিতে আসন নিয়েছিলেন কাকতালীয়ভাবে সেই বগিতে একজন ডাক্তারও বসে ছিলো, ডাক্তার সাহেব আলাপ শুরু করে দিলো, তখন তাঁর ইলমের মাহাত্ম্য দেখে খুবই অভিভূত হলো এবং বারবার বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকতে লাগলো, কথাবার্তার ফাঁকে ডাক্তার

সাহেব বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন: মাওলানা সাহেব! আমি একজন চোখের ডাক্তার, আমি দেখছি যে, এই বয়সেও আপনার দৃষ্টিশক্তিতে কোনরূপ পার্থক্য আসেনি বরং আপনার চোখে শিশুদের চোখের ন্যায় জ্যোতি রয়েছে, আমাকে বলুন তো, এর জন্য আপনি কী ব্যবহার করেন? বললেন: ডাক্তার সাহেব! আমি বিশেষ কোন ঔষধ তো ব্যবহার করি না, তবে হ্যাঁ! একটি আমল অবশ্য আছে, যা আমি নিয়মিত করি, রাতে শোয়ার সময় সুন্নাত অনুযায়ী সুরমা ব্যবহার করি আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, চোখের জন্য এর চেয়ে উত্তম আর কোন ঔষধই হতে পারে না।

হাফিযে মিল্লাতের সরলতা ও বিনয়

তাঁর জীবন খুবই সহজ সরল এবং প্রশান্তিময় ছিলো, কেননা যেই পোষাক পরিধান করতেন তা ছিলো মোটা সুতি কাপড়ের, জামা হতো কলিদার লম্বা, পাজামা গোড়ালীর উপর থাকতো, মাথা মুবারকে টুপি থাকতো যার উপর পাগড়ী সকল ঋতুতে সাজিয়ে রাখতেন, শেরওয়ানিও পরিধান করতেন, হাঁটার সময় হাতে লাঠি থাকতো। পথ চলার সময় দৃষ্টি নত করে চলতেন এবং বলতেন: আমি মানুষের দোষত্রুটি দেখতে চাইনা। বাড়িতে থাকা অবস্থায়ও লজ্জাবনত থাকতেন,

মেয়েরা বড় হলে বাড়ির নির্ধারিত স্থানেই আরাম করতেন, বাড়িতে প্রবেশের সময় লাঠি মাটিতে জোরে নিক্ষেপ করতেন যাতে আওয়াজ হয় এবং পরিবারের লোকেরা সাবধান হয়ে যায়, নামুহরিম মহিলাদের কখনোই সামনে আসতে দিতেন না। (হায়াতে হাফিযে মিল্লাত, ১৭৫, ১৭৯ পৃষ্ঠা)

শুধুমাত্র শুকনো রুটি খেয়ে পানি পান করে নিতেন

ঘরের মধ্যে তাঁর সরলতা ও অল্পেতুষ্টতার এমন অবস্থা ছিলো যে, একবার তার বড় মেয়ে রাতের খাবারে তাঁর সামনে ছোট ঝুড়িতে রুটি রাখলো এবং পরে ডালের পাত্র এনে নিকটেই রেখে দিলো, আলো দূরে এবং কম ছিলো, অতএব তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ডাল দেখেননি শুধু শুকনো রুটি খেয়ে পানি পান করে নিলেন অতঃপর খাওয়ার পর দোয়া পাঠ করতে লাগলেন, মেয়ে আরয করলো: আব্বাজান! আপনি ডাল খাননি? তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: ডালও আছে, আমি মনে করেছি আজ শুধু রুটিই আছে।

سُبْحٰنَ الله! শত কোটি সাধুবাদ হাফিযে মিল্লাতের ন্যায় মুবারক ব্যক্তিত্বের প্রতি, যিনি **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দুনিয়াবী অস্থায়ী স্বাদ আহ্লাদকে ছুড়ে দিয়েছেন এবং আরাম আয়েশকে ছেড়ে সরলতা ও বিনয় অবলম্বন করলেন।

আল্লাহ পাক ঐ পবিত্র মনিষীর সদকায় আমাদেরও নেককাজে অটলতা এবং সর্বাবস্থায় তাঁর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকার তৌফিক দান করুক।

হামেশা নিগাহোঁ কো আপনি ঝুকা কর
করোঁ খাশআনা দোয়া ইয়া ইলাহী!
মে মিট্টি কে সাদা সে বরতন মে খাওঁ
চাটাই কা হো বিসতরা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮৫ পৃষ্ঠা)

হুযুর হাফিযে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে মুবারাকার বাস্তব নমুনা ছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বাল্যকাল থেকেই ফরয ও সুন্নাতের অনুসারী ছিলেন এবং যখন থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হন তাহাজ্জুদের নামায শুরু করে দেন, যাতে সারাজীবন আমল ছিলো, সালাতুল আওয়াবিন ও দালায়িলুল খয়রাত শরীফ ইত্যাদি ধারাবাহিকভাবে পড়তেন, এমনকি শেষ দিনগুলোতে অন্যকে দিয়ে পাঠ করিয়ে শুনতেন, প্রতিদিন সকালে সূরা ইয়াসিন এবং সূরা ইউসুফের তিলাওয়াত অবশ্যই করতেন আর জুমার দিন সূরা কাহাফের তিলাওয়াত করায় অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি বলতেন যে, আমল এতটুকুই করো, যা ধারাবাহিকভাবে করতে পারবে।

(হায়াতে হাফিযে মিল্লাত, ৭৯ পৃষ্ঠা)

মিতব্যয়ীতা ও দানশীলতা

হাফিযে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর নিজের জন্য খরচ করার পরিবর্তে অন্যের জন্য খরচ করে খুশি হতেন, তাঁর মুবারক জীবনি অধ্যয়ন করাতে এই হাদীসে পাক অকপটে মুখে চলে আসে: لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঈমানদার হলো সেই, যে তার ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করে যা নিজের জন্য পছন্দ করে থাকে। (বুখারী, ১/১৬, হাদীস ১৩)

যাদের জন্য হাফিযে মিল্লাতের দয়া বর্ষিত হয় তাদের সংখ্যা অনেক বড় ছিলো, তাঁর ওফাতের পর ডাকের একটি কুটরী পাওয়া গেলো, যাতে সারা দেশ থেকে আসা চিঠি ছিলো। এর মধ্যে অসংখ্য অভিজাত ওলামা এবং দ্বীনের খাদিমের এমন লিখা এবং কৃতজ্ঞতা পূর্ণ চিঠি ছিলো, যাদেরকে হাফিযে মিল্লাত সাহায্য করেছিলেন।

(হায়াতে হাফিযে মিল্লাত, ৮৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর হাফিযে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিঃসন্দেহে একজন আমলদার আলিমে দ্বীন ছিলেন, কিন্তু এখানে এই বিষয়টি মনে রাখবেন যে, যদি কোন আলিমের মুস্তাহাব ও নফল ইত্যাদিতে প্রকাশ্যভাবে কম

দৃশ্যমান হলো তবে এর এটাই উদ্দেশ্য নয় যে, তিনি সম্মানের উপযুক্ত এবং খেদমতের উপযুক্ত নয়। যেমনটি আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ওলামায়ে কিরামের শান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: কোরআনে করীমে তাদের সবাইকে আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام উত্তরাধিকারী ঘোষণা করা হয়েছে এমনকি বেআমল অর্থাৎ ফরয ও ওয়াজিবের উপর আমল করে কিন্তু অন্যান্য নেক কাজ, মুস্তাহাব ও নফলে অলসতা করে, এরূপ ওলামাদেরও উত্তরাধিকারী ঘোষণা করা হয়েছে যদি তিনি বিশুদ্ধ আকীদা পোষন এবং সরল পথে আহবান কারী হয়। এই বাধ্যবাধকতা এই জন্যই, যে আকীদায় বিশুদ্ধ নয় এবং অন্যকে ভ্রান্ত আকীদার প্রতি আহবান কারী হয়, সে নিজে পথভ্রষ্ট এবং অপরকেও পথভ্রষ্টকারী হবে, এরূপ ব্যক্তি **প্রিয় নবী** عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর উত্তরাধিকারী নয় বরং শয়তানের প্রতিনিধিই হয়ে থাকে, অতএব বিশুদ্ধ আকীদা সম্পন্ন এবং এর দিকে অপরকে আহবানকারী আম্বিয়া عَلَيْهِمُ السَّلَام এর উত্তরাধিকারী, যদিও বেআমল হয়। (শরীয়াত ও তরীকত, ১৪ পৃষ্ঠা)

সারে সুন্নি আলিমোঁ সে তু বানা কর রাখ সদা
কর আদব হার এক কা, হোনা না তু উন সে জুদা

মুঝ কো এ্যয় আত্তার সুন্নি আলিমুঁ সে পেয়ার হে
اِنْ شَآءَ الله দো'জাহাঁ মে মেরা বেড়া পার হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পেট্রোল বীহিন গাড়ি চালু হয়ে গেলো

একবার সফর থেকে ফিরে আসার সময় গাড়ির পেট্রোল শেষ হয়ে গেলো, ড্রাইভার আরয করলো: এখন গাড়ি আর সামনে যাবে না। একথা শুনে অন্যান্য সাথীরা চিন্তিত হয়ে গেলো কিন্তু তখনও হাফিযে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সহিত বললেন: নিয়ে চলো! গাড়ি চলবে اِنْ شَآءَ الله। এই কথা শুনতেই ড্রাইভার চাবি ঘুরালো আর গাড়ি চালু হয়ে গেলো এবং এমনভাবে চললো যে, পথে কোথাও থামলো না। (হায়াতে হাফিযে মিল্লাত, ২১২ পৃষ্ঠা)

ভেঙ্গে পড়া ছাদকে আটকে দিলেন

নেকীর দাওয়াত কিতাবের ১৭৬ পৃষ্ঠায় তাঁর একটি কারামত লিপিবদ্ধ রয়েছে: জামেয়া আশরাফিয়ার প্রতিষ্ঠাতা হাফিযে মিল্লাত হযরত আল্লামা শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه উচ্চমানের একজন বুযুর্গ ছিলেন। জীবনী লেখকগণ তাঁর বেশ কয়েকটি কারামত বর্ণনা করেছে।

এর মধ্যে একটি এমনও রয়েছে: মুবারক শাহ্ জামে মসজিদ প্রথমে সংকীর্ণই ছিলো এবং জীর্ণশীর্ণও হয়ে গিয়েছিলো, বসতি বৃদ্ধির বিবেচনায় মসজিদ সম্প্রসারণেরও প্রয়োজন ছিলো, যাইহোক পুরাতন মসজিদকে শহীদ করে নতুন সূত্রে ভিত্তি স্থাপন করা হলো এবং মসজিদের সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়ে গেলো। মুবারকপুরের মুসলমানেরা খুবই আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতার সহিত এই কাজে অংশ নেয়, হযরত হাফিযে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই কাজেরও পৃষ্ঠপোষক ও উপদেষ্টা ছিলেন। হযরত হাফিযে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জামে মসজিদটির জন্য পূর্ণ আন্তরিকতা এবং পরিশ্রম করে চাঁদার যোগান দিলেন, মুবারকপুরে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেলো, অভাব অনটন সত্তেও মুসলমানরা নিজের দ্বীনের সহযোগিতায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করতে লাগলো, পুরুষরা তাদের উপার্জন এবং মহিলারা তাদের অলঙ্কার ইত্যাদি দিয়ে সহযোগিতা করলো। ছাদ ঢালাইয়ের পর হাজী মুহাম্মদ ওমর খুবই চিন্তিত অবস্থায় দৌড়ে হযরত হাফিযে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট আসলো এবং বললো: হাফিয সাহেব! জামে মসজিদের ছাদটি নিচের দিকে নেমে আসছে, এখন কী হবে! হাজী সাহেব একথা বলতে বলতে কেঁদে দিলেন।

হযরত হাফিযে মিল্লাত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তৎক্ষণাৎ উঠে ওযু করলেন এবং হাজী সাহেবের সাথে ঘর থেকে বের হলেন আর তাঁর প্রতিবেশী খান মুহাম্মদ সাহেবকেও সাথে নিলেন, জামে মসজিদে পৌঁছে بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ পাঠ করে কাঠের কিছু বল্লি লাগিয়ে দিলেন। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه এতে ছাদ কেবল ঠিক হয়ে গিয়েছিলো তাই নয় বরং এখন দেখলে বুঝতেও পারবেন না যে, এই ছাদের কোন একটি অংশ কখনও ঝুকে গিয়েছিলো!

হাফিযে মিল্লাতের দ্বীনি খেদমত

হুযুর হাফিযে মিল্লাত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একজন বিশিষ্ট মুদাররীস, লিখক, ব্যবস্থাপক ছিলেন, তাঁর সবচেয়ে মহান কৃতিত্ব হলো জামেয়াতুল আশরাফীয়া মুবারকপুর (আযমগড় জেলা, ইউপি, ভারত) প্রতিষ্ঠা, যেখান থেকে বের হওয়া ওলামা ভারতের ভূমি থেকে শুরু করে এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকা এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে দ্বীন ইসলামের উন্নতি এবং মসলকে আলা হযরতের প্রচার ও প্রসারে সদা ব্যস্ত রয়েছেন। (হায়াতে হাফিযে মিল্লাত, ৫৩৩ পৃষ্ঠা)

হাফিযে মিল্লাত ছিলেন মানুষ গড়ার কারিগর

তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একজন স্নেহশীল এবং দয়ালূ পিতার ন্যায় শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয়তা এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের

পাশাপাশি তাদের ব্যক্তিত্বকেও প্রখর করতেন, যেমনটি হযরত আল্লামা আরশাদুল কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ক সাধারনত দরসের হালকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু নিজের ছাত্রদের সাথে হাফিযে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্পর্কের গন্ডি এতই বিশাল ছিলো যে, পুরো প্রতিষ্ঠান এর একটি কোণেই জড়ো হয়ে যেতো, এটা তাঁরই অন্তর ও দৃষ্টির ব্যাপকতা এবং তাঁরই মনে অশেষ প্রেরণা ছিলো যে, নিজের দরসের হালকায় প্রবেশ করা অসংখ্য শিক্ষার্থীর দায়িত্ব তিনি নিজের উপর নিয়েছিলেন, শিক্ষার্থীরা ক্লাসে বসলে কিতাব পড়াতেন, বাইরে থাকলে চরিত্র ও আচরন পর্যবেক্ষণ করতেন, বিশেষ বৈঠকে অংশগ্রহণ করলে তবে একজন আলিমে দ্বীনের গুণাবলী দ্বারা আলোকিত করতেন, অসুস্থ্য হলে তবে নকশা ও তাবিয দ্বারা চিকিৎসা করতেন, অভাবগ্রস্থ হয়ে গেলে তবে আর্থিক সাহায্য করতেন, লেখাপড়া শেষ হলে তখন চাকরীর ব্যবস্থা করে দিতেন এবং চাকরীর মধ্যে কোন সমস্যা হলে তবে এতেও সমাধান করে দিতেন, শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত জীবন, বিয়ে শাদী, সুখ দুঃখ থেকে শুরু করে বংশীয় সমস্যাও সমাধানে মনোযোগী হতেন, শিক্ষার্থীরা পাঠরত থাকুক বা চলে যাক একজন পিতার ন্যায় সর্বাবস্থায় অভিভাবক হিসাবে থাকতেন, এটাই সেই একমাত্র

কারণ, যা হাফিযে মিল্লাতকে নিজের পাঠক এবং সমসাময়িক যুগের মাঝে এক জীবনের স্থপতি হিসাবে অনন্য ও মহৎ করে দিয়েছে। (হায়াতে হাফিযে মিল্লাত, ৩০৭ পৃষ্ঠা)

তাঁর রচনাবলী

তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখনী ও রচনায়ও অনন্য দক্ষ ছিলেন, তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কিতাব রচনা করেন, যার মধ্যে কয়েকটির নাম হলো: (১) **মা'রিফুল হাদীস** (হাদীসে করীমার অনুবাদ এবং এর পান্ডিত্যময় ব্যাখ্যার সমষ্টি) (২) **ইরশাদুল কোরআন** (৩) **মিসবাহুল জদীদ** (এই পুস্তিকাটি মাকতাবাতুল মদীনা "হক ও বাতিল মে ফরক" নামে প্রকাশ করেছে) (৪) **ইনবিউল গাইব** (অদৃশ্যের জ্ঞানের বিষয়ে একটি অনন্য পুস্তিকা) (৫) **ফেরকায়ে না'জিয়া** (একটি জিজ্ঞাসার উত্তর) (৬) **ফতোওয়ায়ে আযীযীয়া** (প্রথমদিকে দারুল উলুম আশরাফীয়ার দারুল ইফতায় করা প্রশ্নের উত্তরের সমষ্টি, অপ্রকাশিত) (৭) হাশিয়ায়ে শরহে মিরকাত।

(সাওয়ানেহে হাফিযে মিল্লাত, ৭৩ পৃষ্ঠা)

হাফিযে মিল্লাতের বাণী সমগ্র

(১) শারীরিক শক্তির জন্য ব্যায়াম এবং রূহের শক্তির জন্য তাহাজ্জুদ জরুরী (২) কাজের মানুষ হও, কাজই

মানুষকে সম্মানিত করে তোলে (৩) দায়িত্ববোধ সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ (৪) সময় নষ্ট করা সবচেয়ে বড় দূর্ভাগ্য।

(সাওয়ানেহে হাফিযে মিল্লাত, ৭৪-৭৬ পৃষ্ঠা)

বাইয়াত ও খেলাফত

হাফিযে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শায়খুল মাশায়িখ হযরত মাওলানা শাহ সৈয়দ আলী হুসাইন আশরাফী মিয়া কচুচুভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরীদ এবং খলিফা ছিলেন। সম্মানিত উস্তাদ সদরুশ শরীয়া হযরত আল্লামা মাওলানা আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকেও তিনি খেলাফত ও এজাযত লাভ করেন। (সাওয়ানেহে হাফিযে মিল্লাত, ২২ পৃষ্ঠা)

ওলামায়ে কিরামের দৃষ্টিতে হাফিযে মিল্লাতের মর্যাদা

সদরুশ শরীয়া বদরুত তরীকা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার জীবনে দু'জনই উৎসাহী শিক্ষার্থী পেয়েছি, একজন মৌলভী সরদার আহমদ (অর্থাৎ মুহাদ্দীসে আযম পাকিস্তান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) এবং অপরজন হাফিয আব্দুল আযীয (অর্থাৎ হাফিযে মিল্লাত মাওলানা শাহ আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ)। (হায়াতে হাফিযে মিল্লাত, ৮২৫ পৃষ্ঠা)

শাহজাদায়ে আলা হযরত মুফতীয়ে আযম হিন্দ আল্লামা মাওলানা মুস্তফা রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই

দুনিয়া থেকে যারা চলে যায়, তাদের স্থান খালি থাকে, বিশেষত মাওলানা আব্দুল আযীযের ন্যায় জলিলুল কদর আলিম, মুরীদে মুমিন, মুজাহিদ, মহান মর্যাদা সম্পন্ন মনিষী এবং অলীর স্থান পূরণ হওয়া খুবই কঠিন।

(হায়াতে হাফিযে মিল্লাত, ৮২৪ পৃষ্ঠা)

অসুস্থতায়ও হুকুকুল্লাহের অনুসরন

হুযুর হাফিযে মিল্লাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দ্বীনে মতীনের খেদমত এবং সুন্নিয়তের উন্নতির পবিত্র প্রেরণায় না দিন দেখতেন, না দেখতেন রাত, অতএব ধারাবাহিক ভাবে কাজ করা এবং অনেক কম আরাম করার কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে গেলেন, ডাক্তাররা আরাম করার জন্য কঠোরভাবে বললো, কিন্তু তিনি দরস ও পাঠদান ছাড়েননি। রমযান শরীফে নিজের বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন কিন্তু অসুস্থতার পরও একটি রোযাও ছাড়েননি, তারাবিতে কোরআন খতম করেন এবং সকল কাজ নির্দিষ্ট সময়েই পূরণ করতে থাকেন। **(হায়াতে হাফিযে মিল্লাত, ৮০৫ পৃষ্ঠা)**

ওফাত

৩১ মে ১৯৭৬ ইংরেজি বিকাল প্রায় ৪টায় প্রত্যক্ষদর্শীরা আশা করেছিলো যে, এবার তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দ্রুত সুস্থ্য হয়ে যাবেন বরং রাত ১০টা পর্যন্ত তাঁর অবস্থায়

অনেকাংশে প্রশান্তময় এবং সুস্থ্যতার উপলক্ষ্য দেখা গিয়েছিলো কিন্তু আশাহত করে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ১লা জমাদিউল আখির ১৩৯৬ হিজরি মোতাবেক ৩১ মে ১৯৭৬ ইংরেজি রাত এগারোটা পঞ্চান্ন মিনিটে মৃত্যুর ডাকে সাড়া দেন (অর্থাৎ মৃত্যুবরন করেন)। اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ

(হায়াতে হাফিযে মিল্লাত, ৮০৯ পৃষ্ঠা)

তাঁর শেষ আরামস্থল আল জামেয়াতুল আশরাফীয়া মুবারকপুরের চত্বরে "পুরোনো দারুল একামা" এর পশ্চিম পাশে এবং "আযীযুল মাসাজিদ" এর উত্তর পাশে অবস্থিত, প্রতি বছর এই তারিখেই তাঁর ওরশও উদযাপিত হয়।

(সাওয়ানেহে হাফিযে মিল্লাত, ৫৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাক আমাদেরকে ঐ সম্মানিত মনিষীর পদাঙ্ক অনুসরন করে চলার তৌফিক দান করুক, **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নামাযে আরোগ্য রয়েছে

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বর্ণনা করেন: একবার আমি নামায আদায় করে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট বসে গেলাম, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমার কি পেট ব্যথা করছে? আমি আরয করলাম: জ্বি, হ্যাঁ! ইরশাদ করলেন: দাঁড়াও আর নামায পড়ো। কেননা, নামাযের মধ্যে আরোগ্য রয়েছে।

(ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৪৫৮)

দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net